আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

(জান্নাত লাভের একটি উপায়)

সংকলনে

ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান

উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আশরাফিয়া বইঘর

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

(জান্নাত লাভের একটি উপায়)

সংকলনে

ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান

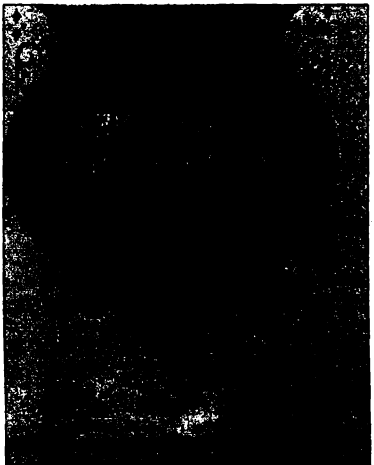

পরিবেশক

এ্যাবাকাস পাবলিকেশন্স। ঢাকা

৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণকাল	:	সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রকাশক	:	ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান
পরিবেশক	:	এ্যাবাকাস পাবলিকেশন্স ৩৮/৩ বাংলাবাজার, দোতলা, ঢাকা-১১০০। ফোন: ০২-২২৩৩৫২৬৬৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৬০ e-mail: abacuspublications2013@gmail.com
গ্রন্থস্বত্ব	:	সংকলক
প্রচ্ছদ	:	এস এম সবুজ
বর্ণবিন্যাস	:	আদর্শ ডিজাইন পয়েন্ট
মুদ্রণ	:	তানভীর প্রিন্টার্স, হেমেন্দ্রদাস রোড, ঢাকা-১১০০
কানাডা পরিবেশক	:	ATN Mega Store 2976 Danforth Ave. Toronto, Ontario, Canada
আমেরিকা পরিবেশক	:	Muktadhara Jackson Heights, NY, USA.
মূল্য	:	৮০.০০ টাকা মাত্র

Allahr Pathe Baye (a book of Islamic religious)
Collected by Dr. Mohammad Abul Hassan,
Distributed by Abacus Publications
38/3 Banglabazar, Dhaka-1100

ISBN: 978-984-33-7694-7

ঘরে বসে অনলাইনে বই পেতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/abacuspublications
অথবা ফোন করুন : ১৬২৯৭, ০১৫১৯-৫২১৯৭১

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
পূর্বকথা	৪
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়	৬
দান কবুলের শর্তাবলী	৩৪
দানের খাত সমূহ	৩৫
দানের ফযিলত	৩৭
দানের সামাজিক ফযিলত	৩৮
সৎকর্ম ও স্থায়ী সৎকর্ম	৩৯
একটি হাদীস	৪২

পূর্বকথা

আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্ন প্রয়োজনে বহুঅর্থ-সম্পদ ব্যয়করে থাকি। যাদের অর্থ সম্পদ কম তারা সাধারণত নিজ পরিবারের বাইরে কোন খরচ করতে পারেন না। এমনকি নিজের পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচটুকু করতে সক্ষম হন না। যাদের অর্থ সম্পদ বেশি তারা নিজ পরিবার পরিজনের বাইরেও সাধ্য অনুসারে ব্যয় করে থাকেন।

মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী, তারা আল্লাহর কিতাব প্রাপ্ত, তারা সবাই পরকালে বিশ্বাসী। হিন্দু অর্থাৎ সনাতন ধর্মের ভাই-বোনেরাও পরকালে বিশ্বাসী। পার্থক্য শুধু পরজন্ম আর পুনরুত্থান। আমরা সবাই চাই পরকালীন শান্তি, সেটাকে জান্নাত-ই বলি আর স্বর্গ-ই বলি। পরকালীন শান্তির জন্য যত কাজ, যত পরিশ্রম সবই করতে হয় ইহকালে। মৃত্যুর পর আর কিছু করা সম্ভব হয় না। আমাদের এই ইহকালীন কাজকর্ম অবশ্যই পরকালীন শান্তির জন্য সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক (আল্লাহ, গড বা ঈশ্বর যা-ই বলেন) গৃহীত হতে হবে।

আমাদের পরকালীন শান্তির জন্য ইহকালে বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্মের নির্দেশনা আছে। এর প্রধান হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। অন্যান্য নির্দেশনার মধ্যে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ছাড়াও দান খয়রাতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে।

কি ধরনের অর্থ ব্যয় আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত হবে এবং পরকালীন নাযাতের উছিলা হবে এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আমার মতো সাধারণ মানুষের কাছে ঐ আয়াত গুলো

উপস্থাপন করার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এছাড়া পবিত্র কুরআনের প্রতি সাধারণ শিক্ষিত মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করাও আমার উদ্দেশ্য। এই সংকলনটি পড়ে যদি একজন মানুষও উপকৃত হন এবং কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। অবশ্যই এই সংকলনটি তৈরি করতে গিয়ে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি যা আমার ভবিষ্যৎ চলার পথে সহায়ক হবে।

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আল্লাহ বিশ্বাসী করুন এবং তাঁর খাঁটি বান্দা হিসেবে গ্রহণ করুন। আমীন!

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে আমাদেরকে উপার্জন করতে হয় এবং উপার্জিত অর্থ সম্পদ থেকে আবার ব্যয়ও করতে হয়। বেঁচে থাকতে হলে খাবার খেতে হবে। তাই খাদ্য দ্রব্য কেনার জন্য ব্যয় করতে হয়। থাকার জন্য বাসস্থানের প্রয়োজন হয়। তাই বাসগৃহ নির্মানের জন্য ব্যয় করতে হয়। আমাদের সাজ-সজ্জা-জামা-কাপড়ের জন্য ব্যয় করতে হয়। রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যয় করতে হয়। সন্তানের লেখা পড়ার জন্য ব্যয় করতে হয়। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও পরিজনদের ভরন-পোষণের জন্য ব্যয় করতে হয়। বিবাহ অনুষ্ঠান-বিবাহ বার্ষিকী, জন্মদিন-জন্ম বার্ষিকী, ঈদ ইত্যাদি অনুষ্ঠান সহ অন্যান্য সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে হয়।

এছাড়া যারা সম্পদশালী তাদেরকে ব্যয় করতে হয় তাদের পিতা-মাতা,আত্মীয়-স্বজন, গরীব-দু:খী, অসহায়, এতীম, মুসাফির এ ধরনের লোকদের জন্য।

মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল (সেবার উদ্দেশ্য), রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, এতীমখানা এসবের জন্যও অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে হয়।

স্বাধীনদেশের সীমান্ত রক্ষার জন্য, প্রয়োজনী যুদ্ধের জন্য, জেহাদের জন্যও অর্থ সম্পদ ব্যয় করতে হয়।

নববর্ষ, বর্ষবরণ, নবান্নউৎসব, মা-দিবস, বাবা দিবস, প্রবীন দিবস এসবের জন্যও বহু অর্থ-কড়ি খরচ করতে হয়।

বর্তমানে এসবের বাইরে খেলা-ধুলার আয়োজন, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, নৃত্য প্রতিযোগিতা, গানের প্রতিযোগিতা, কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা এধরনের বহু প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এ জন্যও বহু অর্থ-কড়ি খরচ করতে হয়। এছাড়া বিত্তবানরা এখন চালু করেছে মদের আসর, জুয়ার আসর, সুন্দরীদের আসর, যে সব আসরে প্রতি রাতেই ঢালা হয় কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা। এর বাইরেও নতুন নতুন খরচের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

এর কোন কোনটি আল্লাহর পথে ব্যয়? কোনটি শয়তানের পথে ব্যয়? কোনটি বাহুল্য ব্যয় বা অপব্যয়? আমাদের এসব জানতে হবে। যাইহোক, আল্লাহর পথে ব্যয় সংক্রান্ত বহু আয়াত পবিত্র কুরআনে নাযিল করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে এবং বিভিন্ন সূরাতে বিন্যস্ত রয়েছে। এ আয়াত গুলোর প্রেক্ষাপট ও বক্তব্য থেকে বোঝা যাবে আল্লাহর পথে ব্যয় কোন গুলো। একই সাথে উঠে এসেছে এসব ব্যয়ের ফজিলত। চলুন, আমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় সংক্রান্ত আয়াত গুলো জেনে নেই।

১। সূরা বাক্বারা : আয়াত -৩

'যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে (ঈমান আনে) এবং নামায কায়েম করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে (তারাই মুত্তাকী)।'

এর আগে ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই পবিত্রগ্রন্থ অর্থাৎ এই কুরআন এমন গ্রন্থ যার মধ্যে কোনই সন্দেহ নাই এবং এই গ্রন্থ মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক।

এখানে মুত্তাকীদের তিনটি বৈশিষ্ট উল্লেখ-করা হয়েছে যথা-

১. তারা অদেখা-অদৃশ্য বিষয়ের উপর (যেমন -কেয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি) বিশ্বাস স্থাপন করে।
২. তারা নামায কায়েম করে অর্থাৎ নিয়মিত ধীরে সুস্থে সঠিক ভাবে নামায আদায় করে, নিজে নামায আদায় করে অন্যদেরকেও নামায আদায় করতে বলে, এবং
৩. আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ধন-সম্পদ (রুযী) থেকে ব্যয় করে। এখানে ব্যয় করা অর্থ হলো আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা। ফরজ যাকাত, ওয়াজিব সদকা, নফল দান-খয়রাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে প্রচ্ছন্ন ভাবে আরেকটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত রয়েছে "আমি যে রুযী দিয়েছি, অর্থাৎ তোমার এখন যে ধন-সম্পদ আছে তা আমিই দিয়েছি, আমার রহমতেই তুমি তা পেয়েছ, অর্থাৎ ধন-সম্পদ আল্লাহরই দান। একটু চিন্তা করলেই বোঝা

যায়, একই রকম উপায় অবলম্বন করে এবং একই রকম পরিশ্রম করে একজন সংসার চালাতে পারছেন না, অপর জন বিশাল ধন-সম্পদের মালিক হয়ে গেছেন। কাজেই ধন-সম্পদ আল্লাহর দান। আল্লাহর পথে ব্যয় করা হলো মুত্তাকীন লোকদের একটি বৈশিষ্ট। আল্লাহর পথে ব্যয় করা ছাড়া মুত্তাকী হওয়া যাবে না।

২। সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৭৭

সৎকাজ শুধু এই নয় যে, পূর্বে কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরাস্তাদের উপর এবং সকল নবী-রাসূলদের উপর; আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই (আল্লাহ্র) মহব্বতে আত্মীয় স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসের জন্য। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধর্য্যধারণকারী তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেজগার।

এই আয়াতে আল্লাহ পরহেজগারদের গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। উল্লেখযোগ্য গুণাবলী হলো (১) ঈমান আনা, (২) আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকিন, মুসাফির, ভিক্ষুক এবং যে ক্রীতদাস মুক্তি পেতে চায় তাকে মুক্তিপন দিয়ে মুক্ত করার জন্য ব্যয় করা, (৩) নামায প্রতিষ্ঠা করা (৪) যাকাত দান করা, (৫) অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠা করা এবং (৬) অভাব-অনটন, রোগ- শোক ও যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্য্যধারণ করা।

পূর্ব বা পশ্চিম দিক বলতে বোঝানো হয়েছে মুসলমানদের কেবলা যখন বায়তুল মোকাদ্দাসের দিক থেকে পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল্লাহ্র দিকে করা হলো তখন সেখানকার ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকগণ এ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের সৃষ্টি করেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন কেবল কেবলা ঠিক করাই বড় এবাদত নয়, বরং বড় এবাদত ঈমান, নামায, যাকাত ও দান-খয়রাত।

এখানে যাকাত দানের আগে আত্মীয়-স্বজনদের দান-খয়রাতের কথা বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, কেবল যাকাত আদায় করলেই হবে না, যাকাতের বাইরেও প্রয়োজনে ব্যয় করতে হবে। যেমন, মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মান করতে হবে কিন্তু যাকাতের টাকায় এটা করা যায় না। এর জন্য যাকাতের বাইরে অন্য হালাল উর্পাজন থেকে ব্যয় করতে হবে।

এখানে পরহেজগারদের গুণাবলির মধ্যে ধৈর্যের কথাও বিশেষভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন "ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে।" সূরা বাক্বারাঃ আয়াত-৪৫

৩। সূরা বাক্বারাঃ আয়াত-১৯৫

"আর ব্যয় কর আল্লাহ্‌র পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।"

অনেকের মতে এখানে জেহাদের জন্য ব্যয় করতে বলা হয়েছে এবং জেহাদে অংশগ্রহণ না করাকে নিজেদের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। সাধারণ অর্থে বোঝা যায় যে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে গিয়ে নিজের সর্বস্ব নিঃশেষ করতে নিষেধ করা হয়ে থাকতে পারে। মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বলতে একথাও হতে পারে যে, যাদের অর্থের প্রয়োজন তাদের সময় সময় কিছু অর্থ দান কর। জেহাদের জন্য দান করা হোক অথবা গরীব দুঃখীদের দান করা হোক উভয়টিই আল্লাহ্‌র পথে দান।

৪। সূরা বাক্বারাঃ আয়াত-২১৫

"তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাওঃ যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর তা হবে পিতা মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য, এতীম-অনাথদের জন্য, অসহায়দের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহ্‌র জানা রয়েছে।

লক্ষ্য করে দেখুন, ব্যয় করব নিজের পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য, এতীম-অনাথদের জন্য কিন্তু এর সবই আল্লাহ্‌র পথে

ব্যয় ধরা হয়েছে। এটা আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র এক বিরাট মেহেরবানী। আল্লাহ্‌ই বলেছেন, এটা সৎকাজ; আর সৎকর্মশীলরাই জান্নাতে যাবে।

৫। সূরা বাক্বারাঃ আয়াত-২১৯

"আর তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাওঃ নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই ব্যয় করবে। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে নিজের ধনসম্পদ থেকে প্রথমে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করতে হবে। এরপর সম্পদ বেঁচে গেলে বা অতিরিক্ত থাকলে তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করতে হবে।

৬। সূরা বাক্বারাঃ আয়াত-২৪৫

"এমন কে আছে যে আল্লাহ্‌কে কর্জ দেবে, উত্তম কর্জ। অতঃপর তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহ্‌ই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তারই নিকট তোমরা ফিরে যাবে।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্‌র পথে একটি খেজুর দানা ব্যয় করলে তা আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে বৃদ্ধি করে দিবেন যে তা পরিমাণে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ কোন একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার ঋণ দিলে এ ঋণ দান আল্লাহ্‌র পথে সে পরিমাণ সম্পদ দু'বার সদকা করার সমান।

এ থেকেই বোঝা যায় উত্তম কর্জ অর্থাৎ করজ-এ হাসানা দেয়ার সাওয়াব কত বেশি। এখানে চিন্তার ও বোঝার বিষয় এই যে উত্তম ঋণ দিবেন নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতজনকে কিন্তু আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন এটা আল্লাহ্‌কে দেয়া হয়েছে। কাজেই আল্লাহ্‌র

সাথে সম্পর্ক উন্নত ও গভীর করার জন্য অবশ্যই এ কাজ আমাদের করতে হবে।

৭। সূরা বাক্বারাঃ আয়াত-২৫৪

হে ঈমানদারগণ : আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে কোন বেচা-কেনা, না আছে কোন সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম।

এখানে সেদিন বলতে পরকালকে বোঝানো হয়েছে। পরকালে কোন বেচা-কেনা বা লেনা-দেনা নাই। ঐ দিন কোন সুপারিশও কাজে আসবে না। সাহায্য করার জন্য কোন বন্ধুও পাওয়া যাবে না। এখানে ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যায় করতে বলা হয়েছে মৃত্যুর পূর্বেই। অনেকেই মনে করে থাকেন, সম্পদ বাড়িয়ে নেই, পরে দান-খয়রাত করা যাবে অথবা মৃত্যুর পূর্বে সন্তানদেরকে বলে যাব যেন কিছু আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে। আমি হয়তো হঠাৎ করেই একদিন মরে যাব, দান করার কথা বলাও হয়তো সম্ভব হবে না।

৮। সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৬১

যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ্ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ীত সম্পদের সাওয়াব সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যেমন উর্বর জমিতে একদানা ধান বা গম থেকে সাতশত দানা উৎপন্ন হতে পারে। মনে রাখতে হবে আল্লাহ অফুরন্ত সম্পদের মালিক, তিনি ইচ্ছা করলেই আপনার সম্পদ বাড়িয়ে দিতে পারেন।

এখানে সাতশতগুণ বলা হয়েছে, কোন কোন জায়গায় বেসিাবী কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৯। সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৬২

যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরষ্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

আল্লাহর কাছ থেকে দান-সদকার পুরষ্কার পেতে হলে শর্ত হলো দান গ্রহীতাকে নিজ অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করা যাবে না এবং তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা বা ঘৃনিত মনে করা যাবে না। অর্থাৎ দানের পুরস্কার শর্ত সাপেক্ষ করা হয়েছে। যিনি দান গ্রহণ করেছেন তার প্রতি দাতার কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ।

১০। সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৬৩

নম্র কথা বলে দেয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা ঐ দান অপেক্ষা উত্তম যার পরে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাঁআলা সম্পদশালী ও সহিষ্ণু।

দান করার পর দান গ্রহীতাকে কষ্ট দিলে, কটু কথা বললে দানের প্রতিফল পাওয়া যায় না। এর চেয়ে উত্তম কাজ হলো যাচনা কারীকে নম্র-ভদ্র কথা বলে বিদায় দেয়া।

১১। সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৬৪

হে ঈমানদারগণ : তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাতকে বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মতো যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

বর্তমানে দেখি টিভি ক্যামেরার জন্য দান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, কারণ মানুষ দেখুক আমি দানবীর। দানের চেয়ে দেখানোই বড় হয়ে দেখা দেয়। আবার শোনা যায় টিভি ক্যামেরা চলে গেলে দানও বন্ধ হয়ে যায়। এই দান মানুষ গ্রহণ করতে পারে, আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না।

১২। সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৬৫

'যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্য তাদের উদাহরণ টিলার উপর অবস্থিত বাগানের মতো, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, অত:পর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন বৃষ্টিপাত নাও হয় তবে হালকা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন।

এখানে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধন সম্পদ ব্যয় করার একটি ইহকালীন ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। পরকালীন ফযিলত তো আছেই।

১৩। সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৬৭

হে ঈমানদারগণ : তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তোমরা কখনও তা (নিকৃষ্ট বস্তু) গ্রহণ করবে না। তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে যাও। জেনে রেখো, আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।'

দান-সদকার বস্তু অবশ্যই উৎকৃষ্ট মানের হতে হবে। আল্লাহ্‌কে নিকৃষ্ট মানের বস্তু দেয়ার চিন্তা করা উচিৎ নয়। কারণ আল্লাহ্‌ অভাবী নন, তিনি অভাব মুক্ত। এখানে বিশেষভাবে জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের কথাই বলা হয়েছে। কারো ফসল যদি কেবলই নিম্নমানের হয়ে থাকে তার জন্য দোষনীয় নয় কিন্তু উৎকৃষ্ট বস্তু রেখে নিম্নমানের বস্তু দান করা উচিত নয়। অনেকে উৎকৃষ্ট বস্তু বলতে হালাল বস্তু বুঝিয়েছেন। দানের মাল হালাল ও উৎকৃষ্ট দুটোই হতে হবে।

বাস্তবে যাকাতের কাপড় দেয়ার বিষয়টা লক্ষ্য করুন। যাকাতের কাপড় মানে নিম্নমানের উলঙ্গ বাহাড় শাড়ী, এটাই যেন নিয়ম হয়েছে। অথচ আল্লাহ বলেছেন, উৎকৃষ্ট মাল দিতে। ভিখারীকে খয়রাত দেয়ার সময় আমরা ময়লা পূরাতন টাকা দিয়ে থাকি, নতুন টাকা রেখে দেই। উল্টোটা হওয়া উচিত।

১৪। সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৬৮

শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ।

স্বর্ণ-রূপা,জমির ফসল বা জমানো টাকা থেকে নেছাব অনুযায়ী যাকাত দিতে গেলে বা দান খয়রাত করতে গেলে শয়তান দাতার মনের মধ্যে অভাব অনটনের কুমন্ত্রণা দিতে পারে। এটাই শয়তানের কাজ। এজন্যই আল্লাহ্ ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন যে যাকাত ও দান-খয়রাতে তোমাদের সম্পদ কমে যাবে না, বরং আল্লাহ্ তোমাদের কিছু পাপ ক্ষমা করবেন এবং অনুগ্রহ করে সম্পদ আরো বাড়িয়ে দিবেন। অত:এব শয়তানের ধোকায় পড়ো না। শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৫। সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৭০

তোমরা যে খয়রাত বা সৎ ব্যয় কর কিংবা কোন মানত কর আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সে সব কিছু জানেন। অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।

আমরা যা দান খয়রাত করি বা সৎকাজে ব্যয় করি বা কিছুভাল কাজ করার মানত করি তার কোন কিছুই আল্লাহর অজানা নয়।

১৬। সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৭১

‘যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর তবে কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপনে কর এবং অভাব গ্রস্থদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আল্লাহ্ তা’আলা তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ কর্মের খুব খবর রাখেন”

এ আয়াত থেকে জানা যায় প্রকাশ্য দানের চেয়ে গোপন দান অধিক ভালো, কারণ গোপন দানে লোক দেখানোর কোন বিষয় থাকেনা।

প্রকাশ্য দান থেকে অন্য মানুষ দান করার ব্যাপারে উৎসাহিত হতে পারে। যেমন ওয়াজ মাহ্ফিলে বা গণ জমায়েতে করা হয়ে থাকে। দান, বিশেষ করে গোপন দানের কারণে আল্লাহ্ আমাদের কৃত কিছু পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ আমাদের সকল কাজ কর্মের খবর রাখেন, প্রকাশ্য দানের যেমন খবর রাখেন, গোপন দানের খবরও রাখেন। গোপন দান এমন হওয়া ভালো যেন ডান হাতে দেয়া দান বাম হাত না জানতে পারে।

১৭। সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৭২

"যে মাল তোমরা ব্যয় কর তা নিজ উপকারার্থেই কর। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে তার পুরষ্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

দান করার একমাত্র উদ্দেশ্যই হওয়া উচিৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ। আল্লাহ্ কথা দিয়েছেন দানের পুরষ্কার পুরোপুরি দেয়া হবে। আমরা যেন সবাই এ সুযোগটি গ্রহণ করি। সকল ব্যয়ের উদ্দেশ্য যেন অবশ্যই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়।

১৮। সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৭৩

'খয়রাত ঐ সব গরীব লোকদের জন্যে যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে; জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা না চাওয়ার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায়না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে তা আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত।'

আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ হওয়া অর্থ হলো ধর্মীয় কাজে সব সময় নিয়োজিত থাকা, যার কারণে এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করে সাওয়াল করে না, অথচ তিনি বা তারা অত্যন্ত অভাবী। সত্যিকার অর্থে এরাই দান পাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।

১৯। সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৭৪

"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের জন্যে তাঁদের সাওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন অশংকা নাই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় দান সদকা প্রদানের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নাই, দিবা-রাত্রি যে কোনো সময় তা হতে পারে; প্রকাশ্যে হতে পারে বা গোপনেও হতে পারে। প্রকাশ্যের চেয়ে গোপন দান আরও উত্তম। আর সকল দানের সাওয়াবই আল্লাহ্ জমা করে রাখছেন। আমার সামান্য দানই পরকালে আমাকে বিরাট প্রতিফল প্রদান করতে পারে। সেই প্রত্যাশাও আমাদেও থাকা উচিত।

২০। সূরা আল-ইমরান : আয়াত-৯২

"কস্মিন কালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্ তা জানেন।"

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর বহু সাহাবী তাদের স্ব-স্ব সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু রাসূল (সা.)-এর কাছে অর্পণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। হযরত আবু তালহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করলেন : সমস্ত বিষয় সম্পত্তির মধ্যে 'বীরহা' বাগানটি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আপনি তা গ্রহণ করুন এবং আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করুন। রাসূল (সা.) বললেন, এই বাগানটি আপনার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দিন। আবু তালহা (রা.) তাই করলেন।

এই হাদীস থেকে জানা গেল কেবল ফকির-মিসকীনদের দান করলেই সাওয়াব হয় তা নয় : পরিবার পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের দিলেও সওয়াব হয়। আমরা যেন আমাদের গরীব আত্মীয় স্বজনদের প্রতি দৃষ্টি রাখি।

২১। সূরা আল-ইমরান : আয়াত-১৩৪

"যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।"

এ থেকে বোঝাযায় দানের স্বভাব বা অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। স্বচ্ছলতার সময় অনেকেই দান করতে পারেন কিন্তু অভাবের অবস্থায় দান করা কঠিনই বটে। তবে সৎকর্মশীলরা তা পারেন। এই আয়াত থেকে সৎকর্মশীলদের তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল, যথা- ১) স্বচ্ছল ও অভাব উভয় অবস্থায় দান করা, ২) রাগ সংবরন করা এবং ৩) মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা।

নিজের অভাবের সময় কেউ কিছু চাইলে রাগ হতে পারে, রাগ অবশ্যই সংবরণ করতে হবে এবং যাচনাকারীকে অসময়ে চাওয়ার জন্য ক্ষমা করতে হবে।

১৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: এসব কাজের প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবন, সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। দানের প্রতিদান আল্লাহর কাছ থেকে অনেক পাওয়া যাবে, যার মধ্যে জান্নাত অন্যতম।

২২। সূরা আল-ইমরানঃ আয়াত-১৮০

'আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে ধন সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন আসমান জমিনের পরম সত্ত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন।

এখানে প্রধানতঃ যাকাতের কথা বলা হয়েছে। কৃপণতা যাকাত না দেওয়ার সাথেই বেশি সম্পর্কিত, কারণ যাকাত ফরজ। সাধারণ দান সদকা ফরজ নয়। এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ ঈমান ও কৃপণতা কোন

মুসলমানের অন্তরে একসাথে থাকতে পারে না। অর্থাৎ সত্যিকারের মুসলমান কৃপণ হতে পারে না।

২৩। সূরা আন্-নিসাঃ আয়াত-৩৭-৩৮

"যারা নিজেরাও কার্পণ্য করে এবং অন্যকে কৃপণতা শিক্ষা দেয় আর গোপন করে সেসব বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে, বস্তুতঃ তৈরি করে রেখেছি কাফেরদের জন্য অপমানজনক আযাব।"

"আর সে সমস্ত লোক যারা ব্যয় করে স্বীয় ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে না, ঈমান আনে না কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং শয়তান যার সাথী হয়, সে হলো নিকৃষ্টতম সাথী।"

এমন অনেক লোক আছে যাদের সম্পদ আছে কিন্তু ব্যয় করে না, কৃপণতা করে। নিজেও কৃপণ, অপরকেও কৃপণ হতে বলে। এরা দান সদকা করে না। আবার এমন লোকও আছে যারা ঈমান আনে না আল্লাহ্র উপর এবং কিয়ামত দিবসের উপর কিন্তু দান সদকা করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। শয়তান এদের সাথী। এদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব।

ঈমান ছাড়া দান-খয়রাত আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় নয় এবং পরকালে এরা এর বিনিময় পাবে না।

২৩। সূরা আনফালঃ আয়াত-৩-৪

"সে সমস্ত লোক যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি যা তাদেরকে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর তারাই হলো সত্যিকারের ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদিগারের কাছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী।"

এখানে সত্যিকারের ঈমানদারদের দুইটি গুণের কথা বলা হয়েছে. যথা- ১) নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং ২) প্রদত্ত রুযী থেকে ব্যয় করা, দান খয়রাত করা। সত্যিকারের ঈমানদার হতে হলে অন্যান্য গুণের

সাথে এই দুটি গুণ অবশ্যই থাকতে হবে। আর আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী রয়েছে। অর্থাৎ ঈমানদার নামায প্রতিষ্ঠাকারী ও দান খয়রাতকারীদের জন্য আল্লাহ্র কাছে রয়েছে বহু প্রতিদান।

২৪। সূরা আনফাল : আয়াত-৬০

"...বস্তুত: যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ্র রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের হক অপূর্ণ থাকবে না।"

আল্লাহ্র রাহে ব্যয়ের পরিপূর্ণ প্রতিদান পরকালে ফিরিয়ে দেয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। কাজেই আমাদের বেশি বেশি করে আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করা উচিত। মনে রাখতে হবে আল্লাহ্র অঙ্গীকার অবশ্যই পূরণীয়।

২৫। সূরা তাওবাহ: আয়াত-৩৪, ৩৫

"হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলেছে এবং আল্লাহ্র পথে লোকদের নিবৃত্ত রাখে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহ্র পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।"

"সেদিন জাহান্নামের আগুণে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠাদেশকে দগ্ধ করা হবে। এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এখন আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।"

এখানে ঈমানদারদেরকে ইহুদী-খৃষ্টান পীর পুরোহিতদের কাণ্ড কারখানা জানানো হয়েছে। তারা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ দখল করতো এবং সম্পদ জমা করে রাখতো। আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় না করে জমা করে রাখার পরকালীন পরিণতি কি হবে তা বলা হয়েছে। ঈমানদারদের যেন এমন না হয়। স্বর্ণ-রূপার যাকাত না দিলে তার পরিণতি সম্বন্ধে এখানে হুসিয়ারী রয়েছে।

২৬। সূরা তাওবাহ: আয়াত-৫৩, ৫৪

"আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছায় অর্থ ব্যয় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কখনও কবুল হবে না; তোমরা নাফরমানের দল।"

"তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী; তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে, আর ব্যয় করে সংকুচিত মনে।"

এ দুই আয়াত থেকে বোঝা গেল আল্লাহ্ ও রাসূলের (সা.) প্রতি যাদের বিশ্বাস নাই, আল্লাহ্ তাদের ব্যয় কবুল করেন না। এছাড়া এ কথাটিও বোঝা গেল যে ব্যয় করতে হবে খুশী মনে এবং প্রশস্ত হৃদয়ে, সংকুচিত মনে করা ব্যয় গ্রহণীয় নয়। অবশ্যই দান-সদকা করতে হবে উদার মনে।

২৭। সূরা তাওবাহ্: আয়াত-৯৯

"আর কোন কোন বেদুইন হল যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য ও রাসূলের দোয়া লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনো, তাই হলো তাদের ক্ষেত্রে নৈকট্য, আল্লাহ্ তাদেরকে রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

আল্লাহ্র পথে ব্যয়কে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের এবং রাসূল (সা.) এর দোয়া লাভের একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ ধরনের বান্দাকে আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নিবেন।

২৮। সূরা তাওবাহ্: আয়াত-১০৪

"তারা কি একথা জানতে পারেনি যে, আল্লাহ নিজেই যাকাত গ্রহণ করেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাওবাহ্ কবুলকারী, করুণাময়।"

এ আয়াতের বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যাকাত দেই আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী অসহায় গরীবদেরকে, অভাবীদেরকে, নিঃস্বদেরকে, মুসাফীরদেরকে, কিন্তু এ দান ও যাকাত গ্রহণ করেন আল্লাহ নিজে। কাজেই যাকাত ও দান-সদকা গ্রহীতাকে সম্মানজনকভাবে তা প্রদান

করা উচিৎ, মনের প্রশস্ততার সাথে প্রদান করা উচিৎ। মনে করতে হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তারা এ দান গ্রহণ করছেন।

২৯। সূরা তাওবাহ্‌: আয়াত-১২১

"আর তারা অল্প বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়। যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করেন।"

অর্থাৎ আমাদের দেয়া দান-সদকা আমাদের নামেই লিখা হয় যাতে এর উপযুক্ত বিনিময় আল্লাহ্‌ আমাদেরকে দিতে পারেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে আমাদের দান-সদকা আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গলার্থে আল্লাহ্‌ জমা করে রাখেন। এক্ষেত্রে আমাদের বেশি বেশি জমা করা উচিৎ। যত বেশি জমা হবে, তত বেশি প্রতিদান পাবো।

৩০। সূরা রা'দঃ আয়াত-২২, ২৩

"যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্য সবর করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং মন্দের বিপরীতে ভালো করে তাদের জন্য রয়েছে পরকালের গৃহ।"

"তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেস্তা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।"

যেসব ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য (১) সবর করে, (২) নামায প্রতিষ্ঠা করে, (৩) গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং (৪) মন্দের বিপরীতে মন্দ না করে ভালো প্রতিদান দেয় বা ভালো কাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে তাদের সৎকর্মশীল নিকটজনদের সাথে মিলিত করে দিবেন, মন্দের বিপরীতে ভালো কাজ বলতে বোঝায়-

শত্রুকে বন্ধুত্ব দ্বারা,

অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা,

মন্দ কথাকে উত্তম কথা দ্বারা,

কোন পাপ করে ফেললে অধিক পরিমাণে একনিষ্ঠ এবাদত দ্বারা

পাপের পর পুণ্য করে নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দিবে (হাদীস)

আসুন আমরা খুশি মনে এসব পালন করি।

৩১। সূরা ইবরাহীমঃ আয়াত-৩১

"আমার বান্দাদের বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে (ঈমান এনেছে) তারা নামায কায়েম রাখুক এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐদিন আসার আগে, যে দিন কোন বেচা কেনা নাই এবং বন্ধুত্ব নাই।"

ঐ দিন বলতে বাহ্যত হাশর ও কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। তখন আর নামায পড়া যাবে না, কাযা নামায পড়ারও ব্যবস্থা নাই। টাকা-পয়সা খরচ করে কোন পাপ মোচন করারও ব্যবস্থা থাকবে না। দুনিয়াতে বিপদে পড়লে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য পাওয়া যায় কিন্তু ঐখানে এর কোনটাই সম্ভব হবে না। কাজেই মৃত্যুর পূর্বেই নামায কায়েম করতে হবে এবং যাকাত ও দান-খয়রাত করে যেতে হবে।

৩২। সূরা নাহলঃ আয়াত-৯০

"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়নতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

এখানে তিনটি বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে-

(১) সুবিচার, (২) অনুগ্রহ বা উত্তম আচরণ এবং (৩) আত্মীয় স্বজনদেরকে দান।

এখানে তিনটি বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে-

(১) অশ্লীলতা, (২) যাবতীয় মন্দ কাজ এবং (৩) জুলুম ও উৎপীড়ন বা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়া। এগুলোকে আল্লাহর নির্দেশ মনে করে পালন করে যেতে হবে।

৩৩। সূরা ইসরাঈল : আয়াত-২৬, ২৭, ২৮, ২৯

"আত্মীয়-স্বজনদের তাদের হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।"

"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"

"এবং তোমার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় অপেক্ষমান থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল।"

"তুমি একেবারে ব্যয় কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।"

আত্মীয়ের হক বলতে কমপক্ষে তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার, সুন্দর জীবন যাপন করতে হবে। অভাবগ্রস্ত হলে সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য করতে হবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। গোনাহের কাজ এবং অতিরিক্ত ব্যয় উভয়টাই অপব্যয়। অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে। ভাই ভাইয়ের মতো হয়।

কোন সময় যদি অভাবগ্রস্থ লোকেরা কিছু চায় এবং দেয়ার মতো কিছু না থাকে তবে তাদেরকে সুন্দর ও নম্রভাবে বোঝাতে হবে, কড়া কথা বলা যাবে না।

ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না অর্থ হলো হাতকে একেবারে সংকুচিত করে না ফেলা। তবে যা আছে সবই দিয়ে দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে মিতাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। দানের ব্যাপারে মধ্যবর্তীতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র পথে অতিরিক্ত খরচ করে যেন

একেবারে নিঃস্ব না হয়ে পড়ে, পরিবারকে আর্থিক সংকটে ফেলে না দেয়া হয়। খরচ করার পর পরিবার পরিজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে যেন অপারগ না হন। বেশি খরচ করে নিজে নিঃস্ব হয়ে গেলে শ্রান্ত, অক্ষম বা অনুতপ্ত হতে হবে অথবা পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন কথা শুনতে হবে।

৩৪। সূরা হজ্জ : আয়াত-৩৫

"যাদের অন্তর আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং নামায কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তোদেরকে সুসংবাদ দাও।"

এর আগের আয়াতে বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দিতে বলা হয়েছে। এই আয়াতে সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তির গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। বিনয়ী হলো তারা-

১. আল্লাহর নাম নিলে বা আল্লাহ্র কালাম শুনলে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়;
২. বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করে;
৩. নামায কায়েম করে এবং
৪. আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক (ধন-সম্পদ) থেকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে।

এসব ব্যক্তি আল্লাহ্ পক্ষ থেকে সুসংবাদ প্রাপ্ত।

৩৫। সূরা মু'মিনুন : আয়াত-৫৯, ৬০, ৬১

"যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না এবং যারা যা দান করার তা ভীত কম্পিত হৃদয়ে করে এ কারণে যে তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। তারা কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তাতে অগ্রগামী।"

যারা একত্ববাদের বিশ্বাসী অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ভীত কম্পিত হৃদয়ে দান করে তারা দ্রুত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।

এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা দান-সদকা করবো।

৩৬। সূরা আন্-নূর : আয়াত-২২

"তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চ মর্যাদা ও আর্থিক প্রচুর্যের অধিকারী তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীকে কিছুই দিবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিৎ এবং দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিৎ। তোমরা কি কামনা কর না যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং পরম করুণাময়।

গরীব আত্মীয় স্বজন বা অন্যান্য অভাবগ্রস্ত লোকেরা ধনীদের কাছ থেকে দান পাওয়ার উপযুক্ত। তাদের মধ্যে কেউ যদি কোন ভুল করে থাকে বা কোন খারাপ আচরণ করে থাকে তা হলে তাদেরকে ক্ষমা করা উচিৎ, তাদরে ভুল ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিৎ, কারণ আমরা সব সময়ই কিছুনা কিছু ভুল করে থাকি, তার পরও আশা করি আল্লাহ্ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন, কারণ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়। আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ পাবার আশায় আমাদেরকেও এই গুণ দুটি অর্জণ করতে হবে, যারা দান পাবার উপযুক্ত তাদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা উচিৎ।

৩৭। সূরা ফুরকান : আয়াত-৬৭

"তারা যখন ব্যয় করে. তখন অযথা ব্যয় করেনা, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এ দুইয়ের মধ্যবর্তী।"

এই আয়াত থেকে জানা গেল প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় সৎ পথের হলেও বৈধ নয়। একটি মোটামুটি উত্তম মানের জামা তিন হাজার টাকা দিয়ে কিনতে পারেন, ব্রান্ড আইটেম কিনতে গিয়ে যেন ত্রিশ হাজার টাকা খরচ না করি। জামা কেনার জন্য ব্যয় করা বৈধ ব্যয়, তাই বলে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করা উচিত নয়। আবার তিন শত টাকা দিয়ে অতি নিম্ন মানের জামা কেনাও ঠিক নয় যদি আপনি ধনবান হন।

সকল অবস্থায় মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ।

৩৮। সূরা আর-রূম : আয়াত-৩৮, ৩৯

"আত্মীয়-স্বজনদেরকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম। মানুষের ধন সম্পদে তোমাদের ধন সম্পদ বৃদ্ধিপাবে এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও আল্লাহ্‌র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।"

আল্লাহ্‌র কাছে তারাই সফলকাম যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় আত্মীয় স্বজনদের প্রাপ্য দান করে এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও দান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ পৈত্রিক সম্পদ থেকে আত্মীয় স্বজনদের, বিশেষ করে বোনদের প্রাপ্য পরিশোধ করে না।

সুদের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পায় না, বৃদ্ধি পায় যাকাত প্রদানের মাধ্যমে, করজ-এ হাসানার মাধ্যমে, পবিত্র অন্তরে দান করার মাধ্যমে।

৩৯। সূরা সেজদাহ : আয়াত-১৬

"তাদের (যারা ঈমান এনেছে, কুরআনের আয়াতের দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয় এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ে, আল্লাহ্‌র সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে) পার্শ্ব সয্যা থেকে আলাদা থাকে (যারা রাত্রিজাগরণ করে এবং তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে), তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে (তাদের জন্য রয়েছে বসবাসের জান্নাত)।

আল্লাহ্ জান্নাত দানের অঙ্গীকার করেছেন তাদের জন্য যারা-

১. ঈমান এনেছে
২. উপদেশ গ্রন্থ কুরআনের আয়াত দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছে
৩. সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র প্রশংসায় রত হয়েছে,
৪. আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদা করে
৫. নামায ও তাসবীহ্ পাঠের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করে

৬. পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে কারণ আল্লাহ্ আযাব দানকারীঃ আবার ক্ষমা প্রাপ্তির আশাও করে কারণ আল্লাহ্ ক্ষমাকারী।

৭. আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে।

৪০। সূরা সাবা : আয়াত-৩৯

"বলুন, আমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত পরিমাণ দেন। তোমরা যা ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিযিক দাতা।"

আল্লাহ আমাদের দান খয়রাতের বিনিময় দেন। তিনি রিযিক বাড়িয়ে দেন। বিনিময় পরকালে দেন, ইহকালেও দেন। আমাদের রিযিক বা ধন-সম্পদের জন্য আমরা পরিশ্রম করি বা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করি কিন্তু রিযিক দিয়ে থাকেন মহান আল্লাহ্ তা'আলা। সম্পদের জন্য পরিশ্রম করতে হবে সৎ উপায়ে এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করে।

৪১। সূরা ফাতির : আয়াত-২৯, ৩০

"যারা আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে যাতে কখনও লোকশান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ্ তাদের সাওয়াব পুরোপুরি দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।"

আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে কখনও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় না। আল্লাহ্ প্রতিটি দানের সাওয়াব পুরোপুরি দেন এবং অতিরিক্তও দেন। মনেতে এ বিশ্বাস থাকা চাই।

৪২। সূরা আশ-শূরা : আয়াত-৩৬, ৩৭, ৩৮

"অতএব, তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র। আর আল্লাহ্র কাছে যা আছে তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। যারা বড় গোনাহ্ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে। যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে,

নামায প্রতিষ্ঠা করে, পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি যা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।"

আল্লাহ্‌র কাছে উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী বস্তু রয়েছে তাদের জন্য যারাঃ

১. বিশ্বাস স্থাপন করে
২. আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে
৩. ক্রোধের পরও ক্ষমা করে
৪. বড় গোনাহ ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকে
৫. নামায কায়েম করে
৬. পরামর্শক্রমে কাজের সিদ্ধান্ত নেয় এবং
৭. দান-খয়রাত করে

৪৩। সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-৩৮

"শুন, তোমরাইতো তারা যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে আহবান জানানো হচ্ছে, অত:পর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত।"

কৃপণরা পরকালের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।

আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এর অর্থ হলো আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে আমাদের অভাব দূর হয়।

৪৪। সূরা আয্-যারিয়াত : আয়াত-১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

"খোদাভীরুরা জান্নাতে ও প্রস্রবনে থাকবে, এমতাবস্থায় যে তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদের দিবেন, নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ন তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত; রাত্রের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রর্থনা করত এবং তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক ছিল।"

প্রার্থী : যারা চায়, সওয়াল করে।

বঞ্চিত : যাদের কিছু নাই কিন্তু সাওয়াল করে না, চায় না, এদের চিনে চিনে দান প্রদান করতে হয়।

এখানে আল্লাহ্‌ভীরুদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

৪৫। সূরা আল হাদীদ : আয়াত-৭, ১১, ১৮

"তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের (সাঃ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতএব তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ব্যয় করে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরষ্কার।"

"কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ধার দিবে, এরপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরুষ্কার।"

"নিশ্চয়ই দানশীল ব্যক্তি ও দানশীল নারী যারা আল্লাহ্‌কে উত্তমরূপে ধার দেয় তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মান জনক পুরষ্কার।"

নিজ সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার জন্য আল্লাহ্ ব্যয়কারীকে সম্পদ বাড়িয়ে দেন এবং পরকালে এই ব্যয়ের জন্য রয়েছে বিশেষ পুরষ্কার, পরকালের জান্নাত। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে ব্যয় করাই আল্লাহ্‌কে উত্তম ধার দেয়া।

৪৬। সূরা হাশর : আয়াত-১৮

"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। প্রত্যেকের উচিৎ আগামী কালের জন্য কি প্রেরণ করে তা চিন্তা করা। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন।"

পরকালে আমাদের সকল কাজ কর্মের হিসেব হবে। আগামী কাল বলতে এখানে পরকালকে বোঝানো হয়েছে। পরকালের জন্য পাঠাতে হবে ঈমান, নামায, রোজা ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়। তা হলে পরকালে জান্নাত পাওয়া যাবে।

৪৭। সূরা আছ্-ছফ : আয়াত-১০, ১১, ১২

"মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে?"

তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন পন করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝ।

তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহ।"

এই আয়াত তিনটি থেকে বোঝা যায় পরকালের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে হলে করণীয় হলোঃ

১. আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) এর প্রতি ঈমান আনা
২. আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করা
৩. জেহাদে জীবনপণ লড়াই করা।

এরূপ করলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচা যাবে এবং আল্লাহ্ পাপরাশি ক্ষমা করে দিয়ে আমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন। দোযখ থেকে মুক্তি দিবেন।

৪৮। সূরা মুনাফিকুন : আয়াত-১০

"আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তা হলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।"

এটা আল্লাহ্র একটি সতর্কবার্তা। এই সতর্কবার্তায় আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। মৃত্যু হঠাৎ করে এসে যেতে পারে, কাজেই এর পূর্বেই আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় কর। নতুবা মৃত্যুর পর আফসোস করতে হবে।

৪৯। সূরা তাগাবুন : আয়াত-১৬, ১৭

"তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্‌কে ভয় কর। শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সহনশীল।"

এখানে মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত মনে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র পথে যা ব্যয় করা হয় আল্লাহ্ তা দ্বিগুণ করে দেন। এছাড়া এই দানের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পাপ মুক্ত করেন।

৫০। সূরা মাআরিজ : আয়াত- ২১, ২২, ২৩, ২৪

"মানুষ যখন কল্যাণ প্রাপ্ত হয় তখন কৃপণ হয়ে যায়। তবে তারা স্বতন্ত্র যারা নামায আদায়কারী। যারা তাদের নামাযে সর্বক্ষণ কায়েম থাকে। এবং যাদের ধন সম্পদে নির্ধারিত হক আছে যাচনাকারী ও বঞ্চিতদের।"

অর্থাৎ যারা নামায আদায়কারী ও যাকাত আদায়কারী; যারা সাওয়ালকারী ও সম্পদহীনদেরকে যাকাত ও দান-খয়রাত করে, তাদেরকে জাহান্নামের লেলিহান অগ্নি থেকে রক্ষা করা হবে।

৫১। সূরা মুয্‌যাম্মিল : আয়াত-২০ (শেষাংশ)

"তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম আকারে এবং পুরষ্কার হিসেবে বর্ধিত রূপে পাবে। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

যাকাত হলো ফরজ। তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। উত্তম ঋণ হলো করজ-এ হাসানা, নফল দান-খয়রাত, আত্মীয় স্বজনদের দান, মেহমানদারীর জন্য ব্যয়, আলেম সমাজের জন্য ব্যয়, এমনকি মাতা-পিতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের জন্য বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয় ব্যয়।

আল্লাহ্ এসব ব্যয়ের পুরস্কার উত্তমরূপে এবং বর্ধিত আকারে পরকালে দান করবেন।

৫২। সূরা দাহর : আয়াত- ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

"তারা (সৎকর্মশীলরা) আল্লাহ্ প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। তারা বলে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদের আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিকর ভয়ঙ্কর দিনের ভয় রাখি। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সে দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদের দিবেন সজীবতা ও আনন্দ এবং তাদের সবরের প্রতিদানে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক, তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে... ।"

যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য অভাবগ্রস্ত ও এতীমদের আহার দান করে, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতের ওয়াদা করেন। জান্নাতে তারা কেমন অবস্থায় থাকবে তাও বলা হয়েছে। আল্লাহ্ যেখানে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন সেখানে অবশ্যই জান্নাত লাভের কোন সন্দেহ বা সংশয় নাই। কাজেই আমরা অবশ্যই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় সকল অসহায়দের আহার্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও লেখাপড়ার ব্যবস্থায় এগিয়ে আসব যার যার সাধ্য অনুযায়ী।

৫৩। সূরা লায়ল : আয়াত ৪-১০ এবং ১৭-২০

"নিশ্চয়ই তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।

অতএব, যে দান করে এবং খোদা ভীরু হয়

এবং উত্তম বিষয়কে (ঈমান ও কালেমাকে) সত্য মনে করে

আমি তাকে সুখের বিষয়ের (জান্নাত) জন্য সহজ পথ দান করব।

আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয়

উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে

আমি তাকে কষ্টের (জাহান্নাম) বিষয়ের জন্য সহজপথ দান করব।"

"প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে খোদা ভীরুদের

যে আত্মশুদ্ধির জন্য ধন সম্পদ দান করে,

তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না

মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি ব্যতীত।"

ঈমানদার খোদা ভীরু ও দানকারীদের জন্য আল্লাহ জান্নাতের পথ সহজ করে দেন এবং ঈমানহীনদের জন্য জাহান্নামের পথ সহজ করে দেন। এরা দুনিয়াতে জাহান্নামে যাওয়ার কাজই করবে। খোদাভীরু দানকারীদেরকে দোযখের আগুণ থেকে দূরে রাখা হবে। এটি আল্লাহ্র ওয়াদা।

৫৪। সূরা হুমাযাহ্ : আয়াত-২-৪

"যে অর্থ জমা করে ও গণনা করে

সে মনে করে তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে

কখনও নয়, সে নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর (প্রজ্জলিত অগ্নি) মধ্যে।"

এখানে যারা যাকাত, সদকা, দান খয়রাত না করে অর্থ জমা করে রাখে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। তাদেরকে নিক্ষিপ্ত করা হবে প্রজ্জলিত অগ্নিতে অর্থাৎ জাহান্নামের অগ্নিতে। এটা কৃপণ ও জমাকারীদের জন্য এক মহা সতর্কবাণী।

অবশ্যই আমরা যেন সম্পদের এমন জমাকারী না হই। আল্লাহ কম-বেশি যেমন সম্পদই আমাকে দিয়েছেন তা থেকে যেমন সাধ্য তেমনই যেন আমি আল্লাহ্র রাস্তায় দান-সদকা করি। কম থাকলে কম করি, বেশি থাকলে বেশি করি। নিজে করি, অপরকে উৎসাহিত করি। ভালো কাজে একজন অপরজনের সাথে প্রতিযোগিতা করি। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা সৎ কাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও।" (বাক্বারা-১৪৮)

দান কবুলের শর্তাবলী

আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় বা কবুল হওয়ার কিছু শর্ত আছে। শর্ত গুলো নিম্নরূপঃ

১. সম্পদ হালাল হতে হবে।
২. খাঁটি নিয়তে ব্যয় করতে হবে।
৩. আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভই একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে।
৪. সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে।
৫. ব্যয়ের খাত বিশুদ্ধ হতে হবে।
৬. দান বা খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ করা হয়েছে এমন ভাবা যাবে না।
৭. দান গ্রহীতার সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে।
৮. দান গ্রহীতার সাথে কোনো মানহানীজনক আচরণ করা যাবে না।
৯. দান গ্রহীতার কাছ থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা আশা করা যাবে না।
১০. ব্যয় করতে গিয়ে কোন হকদারের হক নষ্ট করা যাবে না।
১১. স্বীয় পোষ্যদের প্রয়োজনীয় খরচাদি তাদের অনুমতি ছাড়া বন্ধ করা যাবে না বা হ্রাস করা যাবে না।
১২. অভাবগ্রস্ত ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করে সব ধন সম্পদ খয়রাত করা বা ওয়াকফ করা যাবে না।
১৩. দান-খয়রাতের মাল/বস্তু উৎকৃষ্ট মানের হতে হবে।
১৪. ফরজ সদকা অর্থাৎ যাকাত কেবল মুসলমানরা পাবে।
১৫. নফল দান সদকা মুসলমানসহ সকল ধর্মের লোকজন পেতে পারে।
১৬. লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থাকা যাবে না।
১৭. প্রিয় বস্তু ব্যয় করতে হবে।
১৮. আল্লাহ্, রাসূল (সা.) ও পরকালের উপর গভীর বিশ্বাস থাকতে হবে অর্থাৎ পাক্কা ঈমানদার হতে হবে।

দানের খাত সমূহ

বর্তমানে পৃথিবীতে ব্যয়ের খাত অনেক বিস্তৃত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় কালে অর্থাৎ কুরআন নাযিল কালে ব্যয়ের খাত অনেকটাই সীমিত ছিল। যাইহোক, ব্যয়ের আয়াত সমূহে যে খাত ব্যক্ত হয়েছে বা নির্দেশিত হয়েছে সেগুলো অনেকটা নিম্নরূপঃ

১। **জেহাদঃ** মদিনায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মক্কার কাফেরগণ মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর হয় এবং মদিনায় যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। বিশাল কাফের বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য মুসলমানগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বাধ্য হয়। এসব কারণে জেহাদের প্রয়োজন হয় এবং জেহাদের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই ব্যয়ের খাতের মধ্যে জেহাদ অন্যতম।

২। **মুক্তীকামী ক্রীতদাসঃ** আরবে দাস প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। ধনীদের গৃহে অনেক দাস-দাসী ছিল। এরা ছিল ক্রীতদাস। ইচ্ছে করলেই মুক্তি পাওয়া যেত না। দিতে হতো মুক্তিপণ। যে সব দাস দাসী ইসলাম গ্রহণ করতো অমুসলিমদের গৃহে তাদের থাকা নিরাপদ ছিল না। কিন্তু দাস-দাসীদের নিজস্ব কোন ধন সম্পদ থাকতো না যা দিয়ে তারা মুক্তি নিতে পারে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাই দাসমুক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩। **আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীঃ** ইসলাম গ্রহণের করণে অনেকেই মক্কাতে অত্যাচারীত হতো। এছাড়া ধর্ম পালন করাও সম্ভব হতো না। এদের অনেকে সবকিছু ছেড়ে নিঃস্ব অবস্থায় মদিনায় হিজরত করতো। তাই আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীগণ ব্যয়ের খাতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই তিনটি খাত বর্তমান দুনিয়াতে প্রায় বিলুপ্ত।

ব্যয়ের অন্যান্য খাত সমূহ নিম্নরূপঃ

৪। গরীব আত্মীয়-স্বজন, নিকট আত্মীয়-স্বজন

৫। এতীম

৬। মিসকীন

৭। মুসাফির

৮। মাতা-পিতা

৯। ভিক্ষুক

১০। অনাথ

১১। অসহায়

১২। অভাবগ্রস্ত

১৩। আল্লাহ্‌র পথে আবদ্ধ ব্যক্তি

১৪। নিজ পরিবার পরিজন

১৫। মেহমানদারী করা (আহার্য দান)

এখন দানের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে (নফল দান)

- কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা
- মসজিদ নির্মাণ
- স্কুল নির্মাণ
- মাদ্রাসা নির্মাণ
- খাবার পানির ব্যবস্থা করা
- রাস্তা-ঘাট নির্মাণ

এমন বহু সৎকাজ আছে যা জনসাধারণের উপকারে আসে।

দানের ফযিলত

আমরা, আল্লাহ্‌র বান্দারা, সবকিছুর জন্যই আল্লাহ্‌মুখী, আল্লাহ্‌র অনুকম্পা নির্ভর, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ নির্ভর। আল্লাহ্‌ নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেছেন। তার পর ঐ ধন-সম্পদ থেকে যাকাত, দান সদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া সম্পদ দান করে তার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চাওয়ার অধিকার আমাদের নাই। এই দান সদকার বিনিময়ে আল্লাহ্‌ নিজ থেকেই কিছু ফযিলতের ঘোষণা দিয়েছেন, যেমনঃ-

১। সম্পদ বৃদ্ধিকরণ: ৭০০ গুণ পর্যন্ত।

২। আল্লাহ্‌ ও রাসূলের (সা.) সন্তুষ্টি অর্জন।

৩। আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও অনুগ্রহ অর্জন।

৪। কৃত গোনাহ্‌ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া।

৫। পরকালে চিন্তামুক্ত থাকা।

৬। পরকালে ডান হাতে আমলনামা পাওয়া।

৭। সম্মানজনক রুযী লাভ করা।

৮। পরকালে সৎকর্মশীল মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের সাথে বাস করার সুযোগ।

৯। পরকালে বসবাসের জান্নাত লাভ করা।

দানের সামাজিক ফযিলত

দানের সামাজিক ফযিলত বা উপকারিতা অনেক

- আপনার দানে একটি নিঃস্ব পরিবার সাবলম্বী হতে পারে।
- আপনার দানে একজন অসুস্থ্য ব্যক্তি চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।
- আপনার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে বহু নিঃস্ব রোগী রোগমুক্ত হতে পারে।
- আপনার প্রতিষ্ঠিত হেফজখানা থেকে খেয়ে পড়ে অনেক হাফেজ-এ কুরআন হতে পারে।
- আপনার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রসা থেকে অনেক হাক্কানী আলেম তৈরী হতে পারে।
- আপনার দানে একজন ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, চাকুরীজীবী হয়ে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে।
- আপনার দানে বহু পরিবার খেয়ে-পরে বাঁচতে পরে।
- আপনার যাকাত-দান-খয়রাত ধনী ও গরীবের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে এবং সামাজিক ভারসাম্য স্থাপিত হতে পারে।

সৎকর্ম ও স্থায়ী সৎকর্ম

ঈমান ও সৎকর্ম আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবে। সকল সৎকর্মই আল্লাহ্‌র কাছে স্থায়ীত্ব লাভ করে। দুনিয়ার সৎকর্ম আখিরাতে আল্লাহর কাছে লালিত পালিত হয়ে অনেক বৃদ্ধি পায়। যতদিন এই সৎকর্মটি দুনিয়াতে জারি থাকে ততদিন এর সাওয়াব ঐ ব্যক্তির নামে আখেরাতে যোগ হতে থাকবে।

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্ম সমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম।"

সূরা কাহাফ : আয়াত–৪৬

"যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের পথ প্রাপ্তি বৃদ্ধি করেন এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার পালনকর্তার কাছে সাওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।"

সূরা মারিয়ম : আয়াত–৭৬

সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে বার বার তাগিদ দিয়েছেন। যেমন,

- যারা বিশ্বাস করে (ঈমান আনে) ও সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে জান্নাতুল ফেরদাউস, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সূরা কাহাফ : আয়াত–১০৭, ১০৮

- যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক না করে।

সূরা কাহাফ : আয়াত–১১০

- যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির সেরা।

সূরা বাইয়্যিনাহ্ : আয়াত–৭

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা বহুজায়গায় বহুবার ঈমান ও সৎকর্মের কথা বলেছেন। আল্লাহ্ বলেন, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির সেরা। যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করেন তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। এ থেকেই ঈমান ও সৎকর্মের গুরুত্ব বোঝা যায়। সৎকর্ম বলতে আল্লাহ্ তা'আলা কোথাও আহ্সানু আমালান, কোথাও আ'মিলুস সালিহাত, কোথাও আমালান সালিহান বলেছেন, আবার কোন কোন জায়গায় বাক্বিয়্যাতু-সালিহাত বলেছেন। বাক্বিয়্যাতুস সালিহাত বলতে স্থায়ী সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে। তাই বাক্বিয়্যাতুস সালিহাত সম্বন্ধে একটু পৃথক আলোচনা প্রয়োজন।

বাক্বিয়্যাতুস সালিহাত কী? নিচের বর্ণনা গুলো হতে বাক্বিয়্যাতুস-সালিহাত কী তা বোঝা যাবে।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমরা বাক্বিয়্যাতুস সালিহাত বেশি বেশি কর।

লোকেরা প্রশ্ন করলো : সেটা কী?

রাসূল (সা.) বললেন "আল মিল্লাত"

লোকেরা আবার প্রশ্ন করলো, ওটা কী?

রাসূল (সা.) উত্তরে বললেনঃ

আত্-তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা)

ওয়া তাহ্লীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা)

ওয়া তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ্ বলা) এবং

ওয়াল হামদুলিল্লাহ্ ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাহ্ বিল্লাহ বলা।

রাসূল (সা.) আরো বলেন, সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ্ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" এটা বাক্বিয়্যাতুস সালিহাত- এরই একটি।

হযরত ওসমান (রা) বলেনঃ বাক্বিয়্যাতুস-সালিহাত হলো–

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া সুবহানাল্লাহ্ ওয়াল হামদুলিল্লাহ্ ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।

ইবনে ওমর বলেনঃ বাক্বিয়্যাতুস-সালিহাত হলো–

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেনঃ বাক্বিয়্যাতুস সালিহাত হলো (i) পাঁচ ওয়াক্ত নামায। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলেন। (ii) সুবহানাল্লাহ্ ওয়াল হামদুলিল্লাহ্ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার”

অন্য এক রেওয়ায়েতে তিনি আরো বলেনঃ বাক্বিয়্যাতুস সালিহাত হলো আল্লাহ্‌র যিকির তথাঃ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ

আল্লাহু আকবার

সুবহানাল্লাহ্ ওয়াল হামদুলিল্লাহ্ তাবারাকাল্লাহ

লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ্

আসতাগফিরুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলা রাসূলিল্লাহ্ বলা।

এছাড়া-সালাত, সিয়াম, হজ্ব, সাদাকাত, ক্রিতদাস মুক্তি, জেহাদ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা এবং সমস্ত ভালো কাজ। যতদিন আসমান-যমীন থাকবে তত দিন এগুলো থাকবে।

একটি হাদীস

স্থায়ী সম্পর্কের সাথে মিল সম্পন্ন একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়–তবে কেবল চালু থাকে তিনটি জিনিস:

১। সদকা-এ-জারিয়া: অর্থাৎ যে আমলের কার্য কারিতা জারি থাকে বা চলমান থাকে। একজন মিসকীনকে এক বেলা খাওয়ানো একটি সৎ কাজ, ভালো কাজ, আল্লাহ্‌র নির্দেশিত কাজ। আল্লাহ্ এর প্রতিদান বা সাওয়াব দিবেন কিন্তু এর কার্যকারিতা যেমন চলমান নয়, এর সাওয়াবও চলমান নয়। এ ধরনের বহু সৎকর্ম আছে যা চলমান নয়।

একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানে নিয়মিত নামায আদায় করা হয়। পবিত্র কুরআন-হাদীস থেকে বয়ান করা হয়, রমজান মাসে এতেকাফ হয়। আশা করা যায় এই মসজিদটি আপনি মারা যাওয়ার পরও শত শত বছর চালু থাকবে, মানুষ এতে নামায আদায় করবে, এই মসজিদকে কেন্দ্র করে বহু পুণ্যের কাজ হবে। আপনি এসব কর্মকান্ডের সাওয়াবের একটি অংশ পেতে থাকবেন। অর্থাৎ এর সাওয়াব প্রাপ্তি চলমান থাকবে।

একই ভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় প্রতিষ্ঠিত মক্তব, হেফজখানা, কিতাবখানা, এতীমখানা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তা ঘাট সদকা-এ-জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। যতদিন এসব প্রতিষ্ঠান থাকবে এবং আল্লাহর বান্দা তৈরি হতে থাকবে, আপনি সাওয়াব পেতে থাকবেন।

আল্লাহ্ ছায়া ঘেরা ও ফলমূলের গাছপালা দিয়ে তাঁর জান্নাত সাজিয়েছেন। এমন কি দোযখের মাঝখানেও যাক্কুম গাছ সৃষ্টি করে রেখেছেন। কেহ যদি মানুষ, পশু পাখির কল্যাণে কোন ছায়াদানকারী বৃক্ষ বা ফলের গাছ লাগিয়ে যায় তাহলে যতদিন এর দ্বারা মানুষ, পশু পাখি উপকৃত হবে, ততদিন তিনি এর সাওয়াব পেতে থাকবেন। এটাও সদকা-এ-জারিয়া।

২। **মানুষের জন্য রেখে যাওয়া উপকারী জ্ঞান সম্বলিত পুস্তক:** অনেকেই মনে করেন এর মধ্যে কেবল ধর্মীয় পুস্তক অন্তর্ভুক্ত। যেমন হাদীসগ্রন্থ: বোখারী, মুসলিম, আবুদাউদ ইত্যাদি গ্রন্থ। এ গুলো পড়ে মানুষ হেদায়াতের পথ পাচ্ছেন। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের উপর লিখা বই-পুস্তক। এমন পুস্তক যেগুলো পড়ে পাঠক আল্লাহ্ ও তার রাসূল (সা.) কে চিনতে পারে।

আপনি এমন কিছু ফর্মুলারী সম্বলিত পুস্তক তৈরি করেছেন যার উপর ভিত্তি করে মানুষ বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে, হালাল উপার্জন করে সংসার চালাতে পারে, সন্তানদেরকে মানুষ করতে পারে, মাতা-পিতার খেদমত করতে পারে। এগুলো কী উপকারী জ্ঞান সম্বলীত পুস্তক নয়?

৩। **উপযুক্ত সন্তান:** উপযুক্ত সন্তান বলতে উত্তম আমল ওয়ালা সন্তান, যে সন্তান আপনার মৃত্যুর পর আপনার মাগফেরাতের জন্য, আপনার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে পারে এবং আল্লাহ তার দোয়া কবুল করবেন এমন সন্তান। আল্লাহ্র কাছে দোয়া কবুল করানোর মতো সন্তান, সৎকর্মশালী ঈমানদার সন্তান যিনি বিজ্ঞানী, ডাক্তার, কুরআন এ হাফেজ, আলেম, সমাজকর্মী ইত্যাদি যে কোনটি হতে পারেন।

এখানে মনে রাখতে হবে, আমরা অনেকেই মনে করি দোয়া করার জন্য উপযুক্ত সন্তান হলো হাফেজ-এ কুরআন বা আলেম। প্রকৃত পক্ষে দোয়া কবুলের উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন তিনি, যিনি ঈমানদার, আমলদার, মিথ্যা বলেন না, অন্যের সম্পদ ভোগ করেন না, সুদ, ঘুষ সহ নিষিদ্ধ কিছু করেন না, কাজে কর্মে নিরপেক্ষ, উদার, আল্লাহ নির্ভর। তিনি হতে পারেন অতি সাধারণ মানুষ, হতে পারেন একজন কৃষক বা শ্রমিক অথবা সুশিক্ষিত শিক্ষক, কর্মচারী, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, কর্মকর্তা, সমাজকর্মী যে কোন জন।

পাঠকবৃন্দ,

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের আয়াতের ক্রমিক ১ থেকে ৫৪ নম্বর পর্যন্ত সব ক'টিই বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করে এর মর্মার্থ বুঝতে চেষ্টা করুন, পালন করতে চেষ্টা করুন, এর থেকে ফযিলত ও প্রতিদান পেতে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন।

এর মধ্যে বিশেষ করে ক্রমিক ৬, ২৮, ৪৫ এবং ৫১ এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও মনোযোগ দিতে অনুরোধ করছি।

ক্রমিক ৬ : এমন কে আছে যে আল্লাহ্‌কে করজ দেবে, উত্তম করজ।

ক্রমিক ২৮ : তারা কি এ কথা জানতে পারেনি যে আল্লাহ্‌ নিজেই যাকাত গ্রহণ করেন।

ক্রমিক ৪৫ : কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ধার দেবে?

ক্রমিক ৫১ : তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও।

নিজের মঙ্গলার্থে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেন। মৃত্যু আসার আগেই কাজটি সুসম্পন্ন করুন।

লেখকের আরো কিছু বই

- বাংলাদেশের ভেষজ উদ্ভিদ (১ম খন্ড)
- বাংলাদেশের ভেষজ উদ্ভিদ (২য় খন্ড)
- মধু এবং স্বাস্থ্য
- দেশীয় শাক-সবজির পুষ্টি উপাদান, ভেষজগুণ ও পথ্য বিচার
- বাংলাদেশের লোকজ বনৌষধি
- পবিত্র উদ্ভিদ সমূহ
- ডায়াবেটিস এবং অ্যান্টিডায়াবেটিক প্ল্যান্টস অব বাংলাদেশ
- উদ্ভিদ বিচিত্রা
- গাছপালার কথা
- সাধারণ রোগ ব্যাথির হার্বাল চিকিৎসা
- বনৌষধির সহজ ব্যবহার
- ভেষজ বর্ণমালা
- পরিচিত ফুলগুলো
- মহান আল্লাহ্‌র পরিচয়
- ক্বোরআন কথা
- আসুন সূরা ফাতিহার আমল করি
- রাসূল (সা.) বন্দনা
- সহজ সালাত নির্দেশিকা
- হজ্ব ও ওমরার সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা
- বনী আদম
- আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়
- পবিত্র ক্বোরআনের কতিপয় সূরা ও আয়াতের ফযিলত
- গাছপালাই আমার জীবন
- পাপ ও পাপী
- জ্যোতির্ময় (ব
- প্রাথমিক স্বাস্থ
  পরিচিতি, চা)

আল্লাহর পথে ব্যয়
ড. মুহাম্মদ আবুল ...
507314#1357512-
1
R

আশরাফিয়া বইঘর